92748 - রমজান মাসরে আগমন উপলক্ষে আমরা কভিাবে প্রস্তুতি নবি

প্রশ্ন

আমরা কভিাবে রমজানরে জন্য প্রস্তুতি নবি? এই মহান মাসে কোন আমলগুলো অধকি উত্তম?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক :

প্রয়ি ভাই, আপনি একটি ভাল প্রশ্ন করছেনে। আপনি রমজান মাসরে প্রস্তুতি সম্পর্কে জজ্ঞিসে করছেনে। এমন একটি সময়ে আপনি প্রশ্নটি করছেনে যখন সয়িাম সম্পর্কে বহু মানুষরে ধ্যান ধারণা পাল্টে গছে। তারা এই মাসকে খাবার-দাবার, পান-পানীয়, মষ্টি-মষ্টিান্ন, রাত জাগা ও স্যাটলোইট চ্যানলে উপভোগ করার মৌসুম বানয়িে ফলেছে। এর জন্য তারা রমজান মাসরে আগে থকেইে প্রস্তুতি নতিে শুরু কর; এই আশংকায় য- কছিু খাদ্যদ্রব্য কনো বাদ পড়ে যতেে পার অথবা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পতেে পার। এভাবে তারা খাদ্যদ্রব্য কনো, হরকে রকম পানীয় প্রস্তুত করা এবং কী অনুষ্ঠান দখেব, আর কী দখেবে না সটো জানার জন্য স্যাটলোইট চ্যানলেগুলোর প্রোগ্রামসূচী অনুসন্ধান করার মাধ্যম এর জন্য প্রস্তুতি নয়ে। অথচ রমজান মাসরে তাৎপর্য সম্পর্কে সত্যকিার অর্থইে তারা অজ্ঞ। তারা এ মাসকে ইবাদত ও তাকওয়ার পরবির্তে উদরপূর্তি ও চক্ষুবলিাসরে মৌসুমে পরণিত কর।

দুই :

অপরদকিে কছিু মানুষ রমজান মাসরে তাৎপর্য সম্পর্কে সচতেন। তারা শাবান মাস থকেইে রমজানরে প্রস্তুতি নতিে থাক। এমনকি তাদরে কউে কউে শাবান মাসরে আগ থকেইে প্রস্তুতি নতিে শুরু কর।

রমজানরে জন্য প্রস্তুতরি কছিু প্রশংসনীয় পদক্ষপে হল:

১. একনষ্ঠিভাবে তওবা করা :

তওবা করা সবসময় ওয়াজবি। তবে ব্যক্তি যহেতেু এক মহান মাসরে দকিে এগয়িে যাচ্ছ তাই অনতবিলিম্বে নজিরে মাঝে ও স্বীয় রবরে মাঝে য গুনাহগুলো রয়ছে এবং নজিরে মাঝে ও অন্য মানুষরে মাঝে অধকিার ক্ষুণ্ণরে য বষিয়গুলো রয়ছে

সগেুলো থকেে দ্রুত তওবা করে নয়ো উচতি। যাতে করে সে পূত-পবত্রি মন ও প্রশান্ত হৃদয় নয়িে এ মুবারক মাসে প্রবশে করতে পারে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলছেনে: "আর হে মুমনিগণ! তোমেরা সবাই আল্লাহ্র কাছে তওবা কর; যাতে করে সফলকাম হতে পার।"[২৪ আন-নূর : ৩১]

আল-আগার্র ইবনে ইয়াসার রাদয়িাল্লাহু আনহু হতে বর্ণতি হয়ছেে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ رواه مسلم (2702)

"হে লোকেরো, আপনারা আল্লাহ্র কাছে তওবা করুন। আমি প্রতদিনি তাঁর কাছে ১০০ বার তওবা করি।" [হাদসিটি বর্ণনা করছেনে ইমাম মুসলমি (২৭০২)]

২. দোআ করা:

কছিু কছিু সলফে সালহেীন হতে বর্ণতি আছে যে, তারা ৬ মাস আল্লাহর কাছে দোয়া করতনে যনে আল্লাহ তাদরেকে রমজান পর্যন্ত পৌঁছান। রমজানরে পর পাঁচ মাস দোয়া করতনে যনে আল্লাহ তাঁদরে আমলগুলো কবুল করে ননে।

তাই একজন মুসলমি তার রবরে কাছে বনিয়াবনতভাবে দোয়া করবে যনে আল্লাহ তাআলা তাকে শারীরকিভাবে সুস্থ রখেে, উত্তম দ্বীনদাররি সাথে রমজান পর্যন্ত হায়াত দনে। সে আরো দোয়া করবে আল্লাহ যনে তাকে নকে আমলরে ক্ষত্রেে সাহায্য করনে। আরো দোয়া করবে আল্লাহ যনে তার আমলগুলো কবুল করে ননে।

৩. এই মহান মাসরে আসন্ন আগমনে খুশি হওয়া :

রমজান মাস পাওয়াটা একজন মুসলমিরে প্রতি আল্লাহ তাআলার বশিষে নয়োমত। যহেতেু রমজান কল্যাণরে মৌসুম। যে সময় জান্নাতরে দরজাগুলো উন্মুক্ত রাখা হয়। জাহান্নামরে দরজাগুলো বন্ধ রাখা হয়। রমজান হচ্ছে- কুরআনরে মাস, সত্যমথি্যার মধ্যে পার্থক্য রচনাকারী জহিাদি অভযিানগুলোর মাস। আল্লাহ তা'আলা বলনে :

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ [10 يونس : 58]

"বলুন, এটি আল্লাহ্র অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায়। সুতরাং এতে তারা আনন্দতি হোক। এটি তারা যা সঞ্চয় করে রাখে তা থকেে উত্তম।" [১০ ইউনুস : ৫৮]

৪. কোন ওয়াজবি রোজা নজি দায়ত্বিে থকেে থাকলে তা হতে মুক্ত হওয়া :

আবু সালামাহ্ হতে বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে আমি আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহাকে বলতে শুনছেি যে, তনিি বলনে:

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ رواه البخاري (1849) ومسلم (1146)

‘আমার উপর বগিত রমজানরে রোজা বাকি থাকলে শা‘বান মাসে ছাড়া আমি তা আদায় করতে পারতাম না।’[হাদসিটি বর্ণনা করছেনে ইমাম বুখারী (১৮৪৯) ও ইমাম মুসলমি (১১৪৬)]

হাফযে ইবনে হাজার রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “আয়শো (রাঃ) এর শাবান মাসে কাযা রোজা আদায় পালনে সচষ্টে হওয়া থকেে বধিান গ্রহণ করা যায় য, রমজানরে কাযা রোজা পরবর্তী রমজান আসার আগইে আদায় করে নতিে হব।” [ফাতহুল বারী (৪/১৯১)]

৫. রোজার মাসয়ালা-মাসায়লে জনেে নয়ো এবং রমজানরে ফজলিত অবগত হওয়া।

৬. য কাজগুলো রমজান মাসে একজন মুসলমানরে ইবাদত বন্দগেীতে প্রতবিন্ধকতা সৃষ্টি করতে পার সগেুলো দ্রুত সমাপ্ত করার চষ্টো করা।

৭. স্ত্রী-পুত্রসহ পরবিাররে সকল সদস্যকে নয়িে বসে রমজানরে মাসয়ালা-মাসায়লে আলোচনা করা এবং ছোটদরেকওে রোজা পালনে উদ্বুদ্ধ করা।

৮. য বইগুলো ঘরে পড়া যায় এমন কছিু বই সংগ্রহ করা অথবা মসজদিরে ইমামকে হাদয়িা দয়ো যনে তনিি মানুষকে পড়ে শুনাতে পারনে।

৯. রমজানরে রোজার প্রস্তুতস্বিরূপ শাবান মাসে কছিু রোজা রাখা:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ . رواه البخاري (1868) ومسلم (1156)

আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা থকেে বর্ণতি য তনিি বলনে: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে সয়িাম পালন করতনে য, আমরা বলতাম – তনিি আর সয়িাম ভঙ্গ করবনে না এবং এমনভাবে সয়িাম ভঙ্গ করতনে য আমরা বলতাম – তনিি আর সয়িাম পালন করবনে না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে রমজান ছাড়া অন্য কোন মাসরে গোটা অংশ রোজা পালন করতে দখেনিি এবং শাবান ছাড়া অন্য কোন মাসে অধকি সয়িাম পালন করতে দখেনিি।” [এটি বর্ণনা করছেনে আল-বুখারী (১৮৬৮) ও মুসলমি (১১৫৬)]

عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ ، قَالَ : ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ رواه النسائي

(2357) وحسَّنه الألباني في " صحيح النسائي "

উসামাহ ইবনে যায়দে (রাঃ) হতে বর্ণতি তনিি বলনে: ‘আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি আপনাকে শাবান মাসরে মত অন্য কোন মাসে এত রোজা পালন করতে দখেনিি। তখন তনিি বললনে: “এটি রজব ও রমজানরে মধ্যবর্তী মাস। এ মাসরে ব্যাপারে মানুষ গাফলে। অথচ এ মাসে বান্দাদরে আমল রাব্বুল আলামীনরে কাছে উত্তোলন করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, রোজা পালনরত অবস্থায় আমার আমল উত্তোলন করা হোক।”[হাদসিটি বর্ণনা করছেনে ইমাম নাসা’ঈ (২৩৫৭) এবং আলবানী একে ‘সহীহুন নাসা’ঈ’ গ্রন্থে হাসান বলছেনে।]

এ হাদসিে শাবান মাসে রোজা পালনরে হকেমত (গুঢ় রহস্য) বর্ণনা করা হয়ছে। সে হকেমত হচ্ছ- এ মাসে বান্দার আমলগুলো উত্তোলন করা হয়। জনকৈ আলমে আরো একটি হকেমত উল্লখে করছেনে সটো হচ্ছ- শাবান মাসরে রোজা যনে ফরজ নামাজরে আগে সুন্নত নামাজরে তুল্য। এই সুন্নতরে মাধ্যমে ফরজ পালনরে জন্য আত্মাকে প্রস্তুত করা হয় এবং ফরজ পালনরে জন্য প্ররেণা তরৈী করা হয়। একই হকেমত রমজানরে পূর্বে শাবানরে রোজার ক্ষত্রেওে বলা যতেে পার।

১০. কুরআন তলোওয়াত করা

সালামাহ ইবনে কুহাইল বলছেনে: “শাবান মাসকে তলোওয়াতকারীদরে মাস বলা হত।” শাবান মাস শুরু হলে আমর ইবনে কায়সে তাঁর দোকান বন্ধ রাখতনে এবং কুরআন তলিাওয়াতরে জন্য অবসর নতিনে।

আবু বকর আল-বালখী বলছেনে: “রজব মাস হল- বীজ বপনরে মাস। শাবান মাস হল- ক্ষতেে সচে প্রদানরে মাস এবং রমজান মাস হল- ফসল তোলার মাস।” তনিি আরও বলছেনে: “রজব মাসরে উদাহরণ হল- বাতাসরে ন্যায়, শাবান মাসরে উদাহরণ হল- মঘেরে ন্যায়, রমজান মাসরে উদাহরণ হল- বৃষ্টরি ন্যায়। তাই যে ব্যক্তি রজব মাসে বীজ বপন করল না, শাবান মাসে সচে প্রদান করল না, সে কভিাবে রমজান মাসে ফসল তুলতে চাইতে পার?”

এখন তো রজব মাস গত হয়ে গছে। আপনি যদি রমজান মাস পতেে চান তাহলে শাবান মাসরে জন্য আপনার কি পরকিল্পনা? এই হল এই মুবারক মাসে আপনার নবী ও উম্মতরে পূর্ববর্তী প্রজন্মরে অবস্থা। এই সমস্ত আমল ও মর্যাদাপূর্ণ কাজরে ক্ষত্রেে আপনার অবস্থান কী হব!!

তৃতীয়ত:

রমজান মাসে একজন মুসলমিরে কী কী আমল করা উচতি সে সম্পর্কে জানতে (26869) ও (12468) নং প্রশ্নরে উত্তর দখেুন।

আল্লাহই তাওফকি দাতা।